কেন আমাদের চা শতভাগ অর্গানিক দাবী করি

লেখক: আশফাকুর রহমান | প্রকাশিত: 15 October 2026, 12:35 PM | বিভাগ: ব্র্যান্ডিং

পঞ্চগড়ে “কাজী অ্যান্ড কাজী টি” চা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের শত শত বছরের ধারণা পাল্টে দিয়েছে। আমাদের কোম্পানি চা উৎপাদনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের মানুষের ধারণা ছিল সিলেট এবং চট্টগ্রামের কিছু অংশই শুধু চা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। কিন্তু না, আমরা সেই ধারণা পাল্টে দিয়েছি। এটা ছিল আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যারের ব্রেইন চাইল্ড আইডিয়া। তিনি প্রমাণ করেছেন নিচু জমিতেও চা চাষ করা সম্ভব। এখন আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার সেই বিজনেসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কীটনাশক ব্যবহার না করলেই কী অর্গানিক হয়

আমাদের অনেকের মধ্যেই অর্গানিক ধারণা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি কাজ করে। বিষয়টি আমি সহজে ব্যাখ্যা করি। মনে করুন আপনি আপনার জমিতে শশা উৎপাদনের পরিকল্পনা করলেন। জমিতে আপনি কোনো প্রকার রাসায়নিক কীটনাশক, সার, বা কেমিক্যাল ব্যবহার করলেন না। আপনি মনে করতে পারেন এই শশা অর্গানিক। আসলে এটা অর্গানিক না। কারণ, আপনি কীটনাশক ব্যবহার করেননি। কিন্তু এই জমিতে আগে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি যে বীজ ব্যবহার করছেন সেটা অর্গানিক না। আপনি যে সার

দিয়েছেন সেটাও হয়তো অর্গানিক না। তাহলে আপনার শশা কীভাবে অর্গানিক হবে। এখানেই অন্যান্য চায়ের সাথে আমাদের পার্থক্য। কারণ, শতভাগ অর্গানিক হওয়ার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবকিছুই আমরা করি।

আমরা কেন শতভাগ অর্গানিক দাবী করি

আমরা চা চাষের জন্য তিন থেকে চার বছর সময় নিয়ে প্রথমে জমি প্রস্তুত করেছি। ধাপে ধাপে পুরো জমিকে অর্গানিক করেছি। বীজ থেকে চারা উৎপাদন করেছি। ওই চারার তিন প্রজন্ম পার হওয়ার পর যে চারা পেয়েছি ওই চারা ছিল পুরো অর্গানিক। এরপর ওই চারা জমিতে রোপন করেছি। আমরা কখনো কোনো কীটনাশক বা রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার করি না। সার হিসেবে আমরা গরুর গোবর ব্যবহার করি। এখানেও রয়েছে আমাদের ভিন্নধর্মী পরিকল্পনা। আমরা গোবর সংগ্রহের জন্য এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার গরু ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছি। আমরা প্রত্যেক পরিবারকে একটি গাভী এবং একটি বাছুর দিয়েছি। এই গাভী এবং বাছুরের জন্য তাঁদেরকে কোনো নগদ অর্থ প্রদান করতে হয় না। তাঁরা প্রতিদিন গোবর এবং দুধ দিয়ে এই মূল্য পরিশোধ করেন। গরুকে কোনো রাসায়নিক ফিড খাওয়ানো হয় না। ফিড দিলে গোবর অর্গানিক হবে না। আমাদের নিজস্ব গরুর খামার রয়েছে। ওখানে প্রায় এক হাজার গরু আছে। গরুগুলোকে চার ধরনের ঘাস খাওয়ানো হয়। বাগানে কোনো ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। বাগানে প্রায় দেড়শ প্রজাতির ওষুধি গাছ রয়েছে। নিম পাতা সহ আরও কয়েকটি গাছের পাতা তেতো স্বাদের। এগুলো দিয়ে স্প্রে তৈরি করা হয়। বাগানে যখন পোকা-মাকড় আসার সময় হয় তখন আমরা স্প্রে করি।

ফলে কোনো পোকামাকড় মরে না। ক্ষতিকর পোকামাকড় পালিয়ে যায়। এ কারণে আমাদের বাগানে সব সময় ঘাস দেখা যায়। বাগানে প্রচুর পাখির সমাগম ঘটে। ভারত থেকেও প্রচুর পাখি আসে। পঞ্চগড়ে বর্তমানে ৩৩টি বাগান রয়েছে। একমাত্র আমাদের বাগানে ঘাস দেখা যায়। পাখির কলরব শোনা যায়। আমাদের চা গাছের পাতাগুলো ঝকঝকে হয় না। কারণ এখানে কোনো কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। অন্যান্য বাগানের পাতাগুলো দেখতে আমাদের পাতার চেয়ে সুন্দর। আমাদের চায়ের মধ্যে অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট আছে। আমাদের চায়ের মধ্যে আদা, তুলসি পাতা সহ আরও উপাদান রয়েছে। এগুলোও আমরা অর্গানিক উপায়ে চাষ করি। কারণ, চায়ের পুরো প্রক্রিয়ায় কোনো একটি জায়গায় রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি থাকলে সেটাকে আর অর্গানিক বলা যাবে না। নিম গাছ, সজনে গাছ আমাদের বাগানে শেড ট্রি হিসেবে ব্যবহার করছি। আমাদের বাগানের প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং সর্বোচ্চ মাত্রার সতর্কতার সাথে করা হয়। ফলে এখানে অর্গানিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই জায়গায় আমরা কমিটেড। আমরা আমাদের ক্রেতা, ভোক্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহ সকলের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই জায়গায় আপোষ করার কোনো সুযোগ নেই।

সরকারের কাছে প্রত্যাশা

আমাদরে দশে সহ পুরা বশি^র মানুষরে কাছ দোর্জলিং চা সুপরচিতি। যাঁরা চা পছন্দ করনে তাঁদরে প্রায় সকলইে এই চায়রে প্রত িএক ধরনরে আকর্ষণ অনুভব করনে। কন্িতু মজার বষিয় হলাে দার্জলিংি ভারতরে একট িজায়গার নাম। ওই জায়গাটকি েভারত এমনভাব েব্র্যান্ডংি করছে, এখন ওই জায়গার যকোনাে চা-ই দার্জলিংি চা নাম েপরচিতি। ক্রতোরা কোনাে বশিষে ব্র্যান্ডরে নাম ধর েচা খোঁজনে না। তাঁরা খোঁজনে দার্জলিংিয়রে চা। অনুরূপভাব েআমাদরে সরকার যদ িপঞ্চগড়রে চায়রে গুরুত্ব অনুধাবণ কর েএই জায়গাটকি েব্র্যান্ডংিয়রে উদ্যোগ গ্রহণ কর েতাহল েআমাদরে এই অঞ্চলরে চা বশি^ব্যাপ িসমাদৃত হত েপার।ে দশে েএবং বদিশে েএই চায়রে সুনামও ছড়য়ি েপড়ত েপার।ে এখান েএকট িকথা আমরা দৃঢ়তার সাথ েবলত েপার িপঞ্চগড়রে চা আন্তর্জাতকি মানর।ে তব েসটো অবশ্যই পুরাে অর্গানকি হত েহব।ে আমরা ইতোমধ্য েবাংলাদশে টি-বোর্ড থকে েঅ্যাওয়ার্ড পয়েছে।ি চায়রে গুণগতমান সম্পর্কতি বভিন্িন দশে থকে েসার্টফিকিটে অর্জন করছে।ি ফল েপঞ্চগড় েআন্তর্জাতকি মানসম্পন্ন চা উৎপাদন সম্ভব এটা প্রমাণীত। এখন প্রয়োজন বশি^বাজার েএই জায়গার ব্র্যান্ডংি নশ্চিতি করা। আর এক্ষত্রে েসরকাররে সহযোগতিা একান্ত কাম্য।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনট িআমাদরে ওয়বেসাইট থকে েডাউনলোড করা হয়ছে।ে